Department of History
Semester: IV
Course Type: CC
Course Code: BAHHISC403
Paper Name: **19th Century Revolutions In Europe**

নিহিলিষ্ট ও নারোদনিকি আন্দোলন

ইউরোপের সমকালীন বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে রাশিয়ার বিপ্লবী আন্দোলনের সম্পর্ক শুধু ঘনিষ্ট ছিল তাই নয়, এই আন্দোলন ছিল অনেক বেশী সুগঠিত ও তীব্র। রোমান্টিকবাদ, মানবতাবাদ ও ধ্রুপদী সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ পশ্চিম-ইউরোপের মত রাশিয়াতেও জাতীয়তাবাদী মনোভাবের জন্ম দেয়। পাশাপাশি জারতন্ত্রের কঠোর বিধি-নিষেধ সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক ও গণতান্ত্রিক আদর্শ রুশ শিক্ষিত সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ হতে দেখা যায় ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগ থেকেই। ফলে ১৮৪০-এর দশকে চাইকোভস্কি, রিমস্কি প্রভৃতি সঙ্গীতকার এবং দস্তেয়ভস্কি, তুর্গেনিভ ও টলষ্টয়ের মত সাহিত্যিকদের রচনায় মানবতাবাদী ভাবাবেগের সঙ্গে যুক্ত হয় জন-কল্যান, সামাজিক বৈষম্য ও অর্থনৈতিক দুর্দশার বিরুদ্ধে প্রচার। বিশেষ করে রাশিয়ার জনগণের মূল অংশ কৃষকদের দুর্দশার কথা ব্যক্ত হয় গানে, সুরমুর্চ্ছনায় ও সাহিত্যে।

এরই ধারাবাহিকতায় জন্ম নেয় ৬০-এর দশকের বিপ্লবী জাতীয়তাবাদীরা। তবে এরা মূলতঃ ছিলেন বস্তুবাদ, হিতবাদ বা উপযোগবাদ ও দৃষ্টবাদে আস্থাশীল। অদৃষ্টবাদে ঘৃনা পোষনকারী এই মানুষজনের কাছে দেশপ্রেমের কোন মূল্য ছিল না, এরা রাশিয়ার ঐক্য ও স্বধীনতার পরিবর্তে শোষণহীন সমাজ, জনগণের শান্তি ও মঙ্গল কামনা করতেন। তারা কার্নিসেভস্কি, আলেকজান্ডার হার্জেন, বেলিনস্কি প্রভৃতির চিন্তাধারায়, বিশেষতঃ মাইকেল বাকুনিনের নৈরাজ্যবাদের দ্বারা প্রভাবিত হন। বৈজ্ঞানিক, বাস্তববাদী, যুক্তিবাদী, শোষণহীন সমাজের দ্রষ্টারা তাদের পুস্তিকা ও প্রচার পত্রে জারের ভূমি-সংস্কার ও ভূমিদাস প্রথা উচ্ছেদ আইনের তীব্র সমালোচনা করেন এবং পুরাতনতন্ত্র ধ্বংসের ডাক দেন।

এদের মধ্য থেকেই উঠে আসেন নিহিলিষ্ট বা নৈরাজ্যবাদী (anarchist) গোষ্ঠী। কার্নিসেভস্কি কৃষকদের কম্যুন সংগঠনের, হার্জেন আমূল অর্থনৈতিক সংস্কারের কথা বলেন এবং পিজারেভ রাশিয়ার বুদ্ধিজীবীদের সংগঠিত হওয়ার জন্য বলেন। এই পিজারেভই তুর্গেনিভের রচনার 'নিহিলিষ্ট' নামকে একটি রাজনৈতিক মতবাদের নাম হিসাবে চালু করেন। ল্যাটিন 'নিহিল' কথার অর্থ শূন্য। এই নৈরাজ্যবাদী বা 'শূন্যবাদী'রা ছিলেন ঘোর বাস্তববাদী। পুরাতনতন্ত্রের সবকিছু ভেঙ্গে – জারের ক্ষমতা, গীর্জার অনুশাসন ও ক্ষমতা, চিরাচরিত সামাজিক কর্তব্য এবং ভাববাদী শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে সম্পূর্ণ নতুন সমাজের স্বপ্ন দেখতেন। তাদের মতে শেক্সপীয়র বা রফায়েলের চেয়ে প্রয়োজন বেশী একজন চর্মকারের। ঐতিহাসিক ওয়াট্সনের মতে, জার্মান দার্শনিক ফয়েরবাখের প্রভাবে রুশ-বিপ্লবীদের মধ্যে এরূপ অদ্ভুত ধারণা গড়ে উঠেছিল। ডেভিড টমসনের মতে, সিন্ডিকবাদ, নৈরাজ্যবাদ ও ফ্যাসীবাদের মধ্যে আদর্শগত সংযোগ আছে। নিহিলিষ্ট মতবাদের অন্যতম প্রবক্তা মাইকেল বাকুনিন মার্ক্সবাদী সমাজতন্ত্র থেকে একটি স্বতন্ত্র মতবাদ প্রচার করেন। তিনি মার্ক্সীয় মত 'শ্রমিক শ্রেনীর একনায়কতন্ত্র'-র তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। তার সঙ্গে সিন্ডিকবাদীদেরও পার্থক্য ছিল। তিনি সমাজ ও রাষ্ট্রে শ্রমিক সংগঠনকে রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি বলে বিশ্বাস করতেন না। বরং ফরাসী চিন্তাবিদ প্রুঁধোর মতো তিনি বিশ্বাস করতেন যে পুরাতনতন্ত্রের সবকিছু, এমন কি, রাষ্ট্র ব্যবস্থাও ভেঙ্গে ফেলা প্রয়োজন। আর এই কাজ করতে পারে গ্রামের ভূমিহীন কৃষক এবং শহরের চালচুলোহীন শ্রমিকরাই। কিন্তু বাস্তবে এই আন্দোলন জনভিত্তি প্রসারে ব্যর্থ হয় এবং সরকারী নির্যাতনের সামনে হিংসাশ্রয়ী হয়ে সন্ত্রাসবাদে রূপান্তরিত হয়। ফলে, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন এই আন্দোলন সহজেই জার সরকারের চরম দমন নীতির সামনে ভেঙ্গে পড়ে। ঐতিহাসিক লিপসনের আষায় বলা যায় যে, "In short, the reform movement failed in the 19th century, because it had only leaders and no followers, it had failed altogether to strike root among the masses".

নারোদনিকি আন্দোলন বা পপুলিস্ট বা জনবাদী আন্দোলনঃ

রাশিয়াতে ঊনিশ শতকের শেষভাগে এই নৈরাজ্যবাদী আন্দোলনই ক্রমশঃ নারোদনিকি আন্দোলনে পরিণত হয়। রুশ ভাষায় 'নারোদ' কথাটির অর্থ জনসাধারণ। নৈরাজ্যবাদীরা ক্রমে পরিণত ও গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে এবং ১৮৯০-এর দশকে এই জনতাবাদ বা পপুলিজম্‌বিশেষ প্রসার লাভ করে। এরা ধ্বংসাত্মক বিপ্লবের কথা না বলে কৃষক-বিপ্লবের মাধ্যমে পুরাতনতন্ত্রকে ভেঙ্গে নতুন জনবাদী সমাজ গড়ার কথা বলে।। এদের মতে শহুরে সংস্কৃতি মানুষের প্রকৃতিদত্ত সারল্যকে কলুষিত করে। তাই একমাত্র কৃষকরাই সৎ ও পবিত্র। নারোদনিকিদের মতে কৃষক বিপ্লবের মাধ্যমেই রাশিয়া সমাজতন্ত্রে পৌঁছতে পারবে এবং গ্রামীণ কম্যুনই হবে সমাজতন্ত্র বিকাশের বীজ।

কিন্তু কিভাবে কৃষক বিপ্লব ঘটবে এই প্রশ্নে নারোদনিকিরা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বাকুনিনপন্থীরা মনে করেন যে, কৃষকদের ডাক দিলেই তারা বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়বে। অপর এক গোষ্ঠীর মতে কৃষকদের প্রস্তুত করতে দীর্ঘ সময় লাগবে। সে কারণে বুদ্ধিজীবীদের উচিৎ ষড়যন্ত্র ও গেরিলাযুদ্ধের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে কৃষকদের নেতৃত্ব দেওয়া। একদিকে মস্কো, কিয়েভ, সেন্ট পিটার্সবার্গের শ্রমিকদের মধ্যে প্রচার চালায়, অন্যদিকে 'Back to the people' বা 'জনগণের মধ্যে যাওয়া'র নীতি নিয়ে কৃষকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু নারোদনিকিদের আবেদনে কৃষকরা বিশেষ সাড়া দেয়নি। ১৮৭৪ সালে বিপ্লবীদের মরিয়া চেষ্টার ফলে রাশিয়ার কিছু কিছু এলাকায় সাড়া পাওয়া গেলেও তা ছিল সমগ্র দেশের সামান্য অংশ মাত্র। কৃষকদের সঠিক মানসিকতা বুঝতে না পারার ফল ছিল এই ব্যর্থতা। অন্যদিকে সরকারী দমন নীতির খাঁড়াও উদ্যত ছিল।

এই ব্যর্থতা থেকে পপুলিষ্টরা যে শিক্ষা নেয়, তা হল—(১) গণ আন্দোলন অপেক্ষা সন্ত্রাসবাদই আন্দোলনের প্রধান মাধ্যম হওয়া উচিৎ। পিটার তুকাচেভের মতে, 'কৃষকরা যদি বিপ্লবে যোগ না দেয়, তবে বিপ্লবীদেরই সন্ত্রাস বা গুপ্তহত্যা ও সম্ভব হলে যুদ্ধের সাহায্যে সরকারকে ঠেকাতে হবে'। (২) বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মসূচী হিসাবে গৃহীত হয়, Land and liberty for the peasant. (৩) কৃষকদের সহানুভূতি লাভের জন্য ক্ষতিপূরণ রদ করা, গ্রামীণ কম্যুন থেকে কৃষকদের স্বাধীনতা অর্জন এবং কৃষকদের জমির মালিকানার দাবি তোলা হয়।

এই সময় নারোদনিকিরা 'নারোদনিয়া ভল্যা'/ভলিয়া বা 'জনতার ইচ্ছানুযায়ী গোষ্ঠী' (Peoples Will) এবং 'কৃষ্ণ বিচ্ছিন্নতাবাদী' (Black Partition) গোষ্ঠিতে ভাগ হয়ে যায়। বুদ্ধিজীবী, ছাত্র ও বিপ্লবীদের বেশীর ভাগ প্রভাবশালী 'নারোদনিয়া ভলিয়া' গুপ্ত সমিতিতে যোগ দেয়। গ্রেগরী প্লেখানভ ছিলেন এদের প্রধান তাত্ত্বিক ও সংগঠক। সন্ত্রাসের মাধ্যমে জার সরকারের উৎখাতের প্রচেষ্টা, বহু সরকারী কর্মচারীকে হত্যা করে আমলাতন্ত্রে ত্রাস সৃষ্টি করে। এরাই তিনবার জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারকে হত্যার ব্যর্থ চেষ্টা করে চতুর্থবার সাফল্য লাভ করে ১৮৮১ সালে। ফলে জার তৃতীয় আলেকজান্ডারের সময় তীব্র দমন নীতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তারা জারের কাছে নির্যাতনমূলক বিধি-ব্যবস্থা প্রত্যাহার করার এবং গণপরিসদ আহ্বানের আবেদন জানায়। বিনিময়ে সব রকম সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকার প্রতিশ্রুতি দেয়। জার তৃতীয় আলেকজান্ডার এই আবেদন উপেক্ষা করে নির্যাতনের নীতিতে অটুট থাকেন, বহু নারোদনিকিকে গ্রেপ্তার করে কঠোর দন্ড দেওয়া হয়। এই আন্দোলন শীঘ্রই স্তব্ধ হয়ে যায় এবং প্রমাণিত হয় যে ব্যক্তিহত্যা ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে রাশিয়ায় বিপ্লবের সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়।

Prepared by Jyotika Waghela, Associate Professor of History, Raniganj Girls' College.